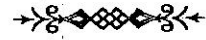


যা'র দ্বারা মনের ঘুচিয়া যাবে কষ্ট।  
 তাহার দ্বারায় মন আরো হয় নষ্ট।।  
 মনে ভাবে ডাকিব সে যাহাতে না আসে।  
 সেভাবে সংবাদ দিল গোলোকের পাশে।।  
 কীৰ্ত্তুনীয়া নাহি এল পাগল যথায়।  
 'এল না' বলিয়া রাই সংবাদ জানায়।।  
 গোস্বামী বলেন 'রাই! বুঝিয়াছি মনে।  
 আসিতে দিলে না তুমি সে আসিবে কেনে।।  
 রাই তাই শুনিয়া বিস্মিত হৈল মনে।  
 মনে যা ভেবেছি প্রভু জানিল কেমনে।।  
 পাগল বলেন 'রাই মনে কি ভাবিস্।  
 এইসব উল্টা কল্ তুই কি বুঝিস্।।  
 লক্ষ্মীকান্ত টীকাদার ছিল সমিভ্যরে।  
 ক্রোধেতে পাগল তারে দুই লাথি মারে।।  
 মার খেয়ে লক্ষ্মীকান্ত ভাবে হ'য়ে ভোর।  
 বলে 'হারে দুষ্ট ভাল শাস্তি হৈল তোর।।'  
 রাইচরণকে কহে পাগল তখন।  
 'করহ কদলী তরু প্রাপ্তেণে রোপণ।।'  
 কলাগাছ এনে ত্বরায় ফেলিল সেখানে।  
 গর্ত করে রোপণ করিল সে উঠানে।।  
 পাগল কহিছে 'তুই মানুষ বিদিক।  
 এ কার্য্য করিতে রাই নাহি পারি ঠিক।।  
 লক্ষ্মীকান্ত টীকাদার ছিল যে সঙ্গতে।  
 তাকে বলে কলাগাছ রোপণ করিতে।।  
 লক্ষ্মীকান্ত করিতেছে মৃত্তিকা খনন।  
 রাই কহে 'পাগল ইহা করে কি কারণ।।'  
 লক্ষ্মীকান্ত বলে 'করি পাগল যা বলে।  
 বোধকরি এখানে হইবে রাসলীলে।।'  
 এহেন সময় শঙ্কুনাথের ভবনে।  
 অনেক লোকের আগমন সেইখানে।।  
 কীৰ্ত্তুনীয়া মহাশয় সঙ্গতে তাহারা।  
 নামসংকীৰ্ত্তন করে হ'য়ে মাতোয়ারা।

হৃদয় করিয়া হরি বলেছে পাগল।  
 'জয়হরি বল মন গৌরহরি বল।।  
 শঙ্কুর বাটীতে যত লোক সমারোহ।  
 জ্ঞানশূন্য অচেতন্য সব গেল মোহ।।  
 আরোপিল রজ্জা তরু উঠানের পাশে।  
 চতুর্দিক বেড়ি ঘুরে মনের হরিষে।।  
 লক্ষ্মীকান্ত বলে 'রাই! করহ বিশ্বাস।  
 বিশ্বাস করহ যদি এই মহারাস।।  
 শঙ্কুর বাটীতে সবে যাইয়া দেখহ।  
 কীৰ্ত্তন করিতে সব হইয়াছে মোহ।।'  
 তথা গিয়া দেখে সবে মোহ হইয়াছে।  
 রাই কাঁদি কহিলেন পাগলের কাছে।।  
 পাগল যাইয়া শঙ্কুনাথের ভবন।  
 হরিবলি সবাকার করা'ল চেতন।।  
 গঙ্গাচর্ণা মহারাস পাগলের কাজ।  
 রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।



### পাগলের তালবৃক্ষ ছেদন

কতদিন পর্য্যন্ত সে রাই ভাবে মনে।  
 পাগলের কার্য্য কিছু বুঝিতে পারিনে।।  
 অমানুষীকার্য্য সব না বুঝে দেবতা।  
 আমি কোন্ ছার এর মর্ম পা'ব কোথা।।  
 পাগলচাঁদের দেখি মহিমা অপার।  
 শ্রীমন্ত লোকের ভক্তি হইল সবার।।  
 রাইচরণের ভক্তি একান্ত অন্তরে।  
 মন হ'ল পাগলকে আনিবার তরে।।  
 রাইচরণের নাই আসার অবধি।  
 নারিকেলবাড়ী গিয়া গেল ওড়াকান্দী।।  
 পাগল বসিয়া আছে ঠাকুরের বামে।  
 রাই গিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণামে।।